ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ২য় পত্র: আত তাফসীর বির রিওয়ায়াহ

مجموعة (ب) : الاسئلة الموجزة

খ অংশ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

(১৫টি প্রশ্ন হতে যে-কোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে; মান- ৫×১০=৫০)

سورة النمل (সূরা আন নামল)
১৫৯. من هو ملك سبأ المذكور فى سورة النمل؟ - [সূরা আন নামল-এ উল্লিখিত সাবা সম্রাজ্ঞী কে ছিলেন?]
১৬০. كم سنة حكمت ملكة سبأ قبل الاسلام؟ - [ইসলামপূর্ব কালে সাবার রানি কত বছর শাসন করেছিলেন?]
১৬১. ما هو اسم النمل الذى ذكر فى سورة النمل؟ - [সূরা আন নামল-এ উল্লিখিত পিঁপড়ার নাম কী?]
১৬২. لماذا انزل الله النار على فرعون؟ - [আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনের ওপর কেন আগুন নাযিল করেছিলেন?]
১৬৩. ما معنى المعجزة؟ - [المعجزة-এর অর্থ কী?]
১৬৪. ماذا قالت النملة حين رأت سليمان وجنوده؟ - [হযরত সোলায়মান (আ) ও তাঁর বাহিনীকে দেখে পিঁপড়া কী বলেছিল?]
১৬৫. ما هى المعجزة التى اعطاها الله لسليمان؟ - [আল্লাহ তায়ালা সোলায়মান (আ)-কে কী মুজিযা দিয়েছিলেন?]
১৬৬. ما العبرة من قصة ثمود؟ - [সামুদ জাতির ঘটনার শিক্ষা কী?]
১৬৭. ما معنى قوله تعالى "وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها-এর অর্থ কী?]
১৬৮. ما معنى كلمة "الناقة"؟ - [الناقة শব্দের অর্থ কী?]
১৬৯. ما المقصود ب"يوم ينفخ فى الصور"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী يوم ينفخ فى الصور-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]

১৭০. ما معنى قوله تعالى "ان الله مع الصابرين"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ان الله مع الصابرين-এর অর্থ কী?]
১৭১. ما معنى قوله تعالى "فاخذت سليمان ملكهم"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী فاخذت سليمان ملكهم-এর অর্থ কী?]
১৭২. فسر قوله تعالى "ان الله لا يظلم احدا - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ان الله لا يظلم احدا-এর তাফসীর কর।]
১৭৩. ما معنى قوله تعالى "وتفكروا فى خلق الله"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী وتفكروا فى خلق الله-এর অর্থ কী?]
১৭৪. ما معنى قوله تعالى "انه على كل شىء قدير"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী انه على كل شىء قدير-এর অর্থ কী?]

খ বিভাগ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (সূরা আন নামল)

১৫৯. সূরা আন নামল-এ উল্লিখিত সাবা সম্রাজ্ঞী কে ছিলেন? (من هو ملك سبأ المذكور فى سورة النمل؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আন নামলে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সাথে সাবা রাজ্যের রানির ঐতিহাসিক সাক্ষাতের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে রানির নাম উল্লেখ না থাকলেও তাফসীর ও ইতিহাসের কিতাবে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়।

পরিচয়:

তাঁর নাম বিলকিস (بِلْقِيس)। তিনি ছিলেন ইয়ামেনের 'সাবা' (শাবা) রাজ্যের রানি। তাঁর পিতার নাম ছিল শারাহিল বা সারাখিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণ এবং ক্ষমতাধর শাসক।

আল্লাহ তায়ালা হুদহুদ পাখির জবানিতে তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

অর্থ: “আমি এক নারীকে দেখলাম যে তাদের ওপর রাজত্ব করছে। তাকে সব কিছু (রাজকীয় উপকরণ) দেওয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিশাল সিংহাসন।” (আয়াত: ২৩)

ধর্ম ও পরিণতি:

প্রথমে তিনি ও তাঁর জাতি সূর্যপূজারি ছিলেন। পরে সোলায়মান (আ.)-এর দাওয়াত ও অলৌকিক নিদর্শন দেখে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বলেন, أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (আমি সোলায়মানের সাথে বিশ্বজগতের রবের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম)।

উপসংহার:

রানি বিলকিস ছিলেন সত্যপিপাসু ও দূরদর্শী নেত্রী, যিনি ক্ষমতা বা অহংকারের চেয়ে সত্যকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

---

১৬০. ইসলামপূর্ব কালে সাবার রানি কত বছর শাসন করেছিলেন? (كم سنة حكمت ملكة سبأ قبل الاسلام؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

রানি বিলকিস ছিলেন সাবা রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁর শাসনকাল এবং রাজত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিক বর্ণনায় ভিন্নতা থাকলেও তাফসীরবিদগণ ইসরাঈলি রেওয়াত বা ঐতিহাসিক সূত্রের ভিত্তিতে কিছু সময়কাল উল্লেখ করেছেন।

শাসনের মেয়াদ:

তাফসীরে কুরতুবি ও অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রানি বিলকিস ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এবং পরে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি ৪০ বছর বা তারও অধিক সময় রাজত্ব করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি ২০ বছর বা তার কাছাকাছি সময় স্বাধীনভাবে শাসন করেন এবং সোলায়মান (আ.)-এর সাথে বিবাহের পর তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে আরও কিছুদিন ক্ষমতায় ছিলেন।

প্রেক্ষাপট:

তিনি এমন এক সময় শাসন করতেন যখন নারীদের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া বিরল ছিল। কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক দক্ষতার কারণে তাঁর কওম তাঁকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছিল। কুরআনে তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সাথে পরামর্শ করার ঘটনা উল্লেখ করে তাঁর গণতান্ত্রিক ও বিচক্ষণ শাসনপদ্ধতির প্রশংসা করা হয়েছে।

উপসংহার:

সঠিক সময়কাল আল্লাহই ভালো জানেন, তবে তিনি যে দীর্ঘস্থায়ী ও সমৃদ্ধশালী এক রাজত্বের কর্ণধার ছিলেন, তা কুরআনের বর্ণনায় স্পষ্ট।

---

১৬১. সূরা আন নামল-এ উল্লিখিত পিঁপড়ার নাম কী? (ما هو اسم النمل الذى ذكر فى سورة النمل؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আন নামলের ১৮ নম্বর আয়াতে একটি বিশেষ পিঁপড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে তার সঙ্গীদের সোলায়মান (আ.)-এর বাহিনী থেকে সতর্ক করেছিল। তাফসীরবিদগণ এই পিঁপড়ার নাম ও পরিচয় নিয়ে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য প্রদান করেছেন।

পিঁপড়ার নাম ও পরিচয়:

তাফসীরে কুরতুবি, আল-কাশশাফ এবং সা'লাবি (রহ.)-এর বর্ণনায় পাওয়া যায়, কথা বলা সেই পিঁপর্দাটির নাম ছিল 'জারাস' (جَرَس) অথবা 'তাখিয়া' (طَاخِيَة)। কেউ কেউ বলেন তার নাম ছিল 'হারামা'।

বলা হয়ে থাকে, এই পিঁপড়াটি ছিল 'নমলাতুন আরজা' বা ল্যাংড়া পিঁপড়া। সে ছিল পিঁপড়াদের নেতা বা সর্দার (রানি পিঁপড়া)।

ঘটনা:

সোলায়মান (আ.)-এর বিশাল বাহিনী যখন 'ওয়াদিন নামল' বা পিঁপড়াদের উপত্যকায় পৌঁছাল, তখন এই পিঁপড়াটি চিৎকার করে বলেছিল: "হে পিঁপড়েরা! তোমরা গর্তে ঢুকে পড়ো, নতুবা সোলায়মান ও তার বাহিনী তোমাদের পিষ্ট করে ফেলবে, আর তারা টেরও পাবে না।"

উপসংহার:

পিঁপড়ার নাম যা-ই হোক, কুরআনে তার বুদ্ধিমত্তা, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং সোলায়মান (আ.)-এর প্রতি সুধারণা (তারা অনিচ্ছাকৃত পিষ্ট করবে) পোষণ করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে।

---

১৬২. আল্লাহ তায়ালার বাণী "لماذا انزل الله النار على فرعون؟"-এর উত্তর দাও। (ফেরাউনের ওপর কেন আগুন নাযিল করেছিলেন?)

উত্তর:

ভূমিকা:

প্রশ্নটি মূলত ফেরাউনের সেই স্বপ্নের দিকে ইঙ্গিত করে, যা তাকে বনী ইসরাইলের শিশু হত্যায় প্ররোচিত করেছিল। কুরআনের বিভিন্ন তাফসীর ও কাসাসুল আম্বিয়া গ্রন্থে এই আগুনের স্বপ্নের কথা উল্লেখ আছে।

আগুনের স্বপ্ন ও কারণ:

ফেরাউন স্বপ্নে দেখেছিল যে, বাইতুল মাকদিস (ফিলিস্তিন) এলাকা থেকে একটি আগুন বের হয়ে মিশরের দিকে আসছে। সেই আগুন মিশরের ঘরবাড়ি এবং কিবতিদের (ফেরাউনের জাতি) জ্বালিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু বনী ইসরাইলদের স্পর্শ করছে না।

এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় জাদুকর ও পুরোহিতরা বলেছিল, বনী ইসরাইলের মধ্যে এমন এক পুত্রসন্তান (মুসা আ.) জন্মগ্রহণ করবে, যার হাতে তোমার রাজত্ব ধ্বংস হবে এবং তোমার জাতি আগুনে পুড়বে (বা ধ্বংস হবে)।

পরিণতি:

এই স্বপ্নের কারণেই ফেরাউন ভীত হয়ে বনী ইসরাইলের নবজাতক পুত্রদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে সেই মুসা (আ.)-ই ফেরাউনের ঘরে লালিত-পালিত হন এবং শেষ পর্যন্ত ফেরাউন পানিতে ডুবে এবং পরকালে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করে।

উপসংহার:

এই আগুন ছিল ফেরাউনের পতনের একটি আগাম সতর্কবার্তা বা গামিবি সংকেত।

---

১৬৩. 'মুজিযা' (المعجزة)-এর অর্থ কী? (ما معنى المعجزة؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

নবী-রাসূলগণের সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁদের মাধ্যমে যেসব অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করেন, তাকে শরিয়তের পরিভাষায় 'মুজিযা' বলা হয়।

আভিধানিক অর্থ:

'মুজিযা' (المُعْجِزَة) শব্দটি 'আজজ' (عجز) ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ— অক্ষমকারী, পরাভূতকারী বা যা অন্যকে অক্ষম করে দেয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

শরিয়তের পরিভাষায়:

أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَظْهَرُ عَلَى يَدِ مُدَّعِي النُّبُوَّةِ عِنْدَ تَحَدِّي الْمُنْكِرِينَ

অর্থ: "নবুওয়াতের দাবিদার ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত এমন অলৌকিক ঘটনা, যা প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের বিপরীত এবং যা অস্বীকারকারীদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রকাশ পায়, যার অনুরূপ করতে অন্যরা অক্ষম।"

বৈশিষ্ট্য:

১. এটি আল্লাহর হুকুমে সংঘটিত হয়।

২. এটি সাধারণ কার্যকারণ (Natural laws) বহির্ভূত।

৩. এর উদ্দেশ্য হলো নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করা। (যেমন—মুসা আ.-এর লাঠি, সালেহ আ.-এর উটনী)।

---

১৬৪. হযরত সোলায়মান (আ) ও তাঁর বাহিনীকে দেখে পিঁপড়া কী বলেছিল? (ماذا قالت النملة حين رأت سليمان وجنوده؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আন নামলের ১৮ নম্বর আয়াতে একটি ক্ষুদ্র পিঁপড়ার ঐতিহাসিক সতর্কবাণী উল্লেখ করা হয়েছে, যা শুনে হযরত সোলায়মান (আ.) মুচকি হেসেছিলেন।

পিঁপড়ার উক্তি:

কুরআনের ভাষায় পিঁপড়াটি তার সঙ্গীদের বলেছিল:

يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

অর্থ: "হে পিঁপড়েরা! তোমরা তোমাদের বাসগৃহে (গর্তে) প্রবেশ করো; যেন সোলায়মান ও তার বাহিনী তোমাদের পিষ্ট করে না ফেলে, এমন অবস্থায় যে তারা টেরও পাবে না।"

তাৎপর্য:

১. সতর্কতা: পিঁপড়াটি আসন্ন বিপদ বুঝতে পেরে তার জাতিকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

২. ন্যায়বিচার: সে সোলায়মান (আ.)-এর ব্যাপারে এই সাক্ষ্য দেয় যে, নবী ও তাঁর বাহিনী জেনে-শুনে বা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ক্ষতি করবে না; যদি ক্ষতি হয় তবে তা হবে অনিচ্ছাকৃত (তারা টেরও পাবে না)।

উপসংহার:

এটি প্রমাণ করে যে, পশুপাখিরাও নবীদের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের নিজস্ব যোগাযোগ ভাষা রয়েছে।

---

১৬৫. আল্লাহ তায়ালা সোলায়মান (আ)-কে কী মুজিযা দিয়েছিলেন? (ما هى المعجزة التى اعطاها الله لسليمان؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদ (আ.)-এর পুত্র হযরত সোলায়মান (আ.)-কে এমন কিছু বিশেষ মুজিযা ও রাজত্ব দান করেছিলেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কাউকে দেওয়া হয়নি।

প্রধান মুজিজাসমূহ:

১. বাতাসের নিয়ন্ত্রণ: বাতাস তাঁর আজ্ঞাবহ ছিল। তিনি বাতাসের পিঠে চড়ে সকালে এক মাসের পথ এবং বিকেলে এক মাসের পথ অতিক্রম করতেন।

২. পাখির ভাষা জ্ঞান: আল্লাহ তাঁকে 'মানতিকুত তয়্যার' বা পাখির বুলি বোঝার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তিনি হুদহুদসহ অন্যান্য পাখির সাথে কথা বলতেন।

৩. জিনদের ওপর আধিপত্য: জিন জাতি তাঁর হুকুমে অট্টালিকা, দুর্গ এবং বড় বড় ডেগ নির্মাণ করত এবং সমুদ্র থেকে মণি-মুক্তা আহরণ করত।

৪. তামা গলানো: আল্লাহ তাঁর জন্য তামার ঝরনা প্রবাহিত করেছিলেন, যা দিয়ে তিনি বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরি করতেন।

উপসংহার:

এই মুজিজাগুলো ছিল নবুওয়াত ও রাজত্বের এক অপূর্ব সমন্বয়, যার জন্য তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন।

---

১৬৬. সামুদ জাতির ঘটনার শিক্ষা কী? (ما العبرة من قصة ثمود؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আন নামলের ৪৫-৫৩ আয়াতে সামুদ জাতি এবং তাদের নবী হযরত সালেহ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনায় পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কঠিন হুঁশিয়ারি রয়েছে।

শিক্ষাসমূহ:

১. অহংকারের পতন: সামুদ জাতি তাদের শক্তি ও স্থাপত্যবিদ্যার (পাহাড় কেটে ঘর বানানো) অহংকারে মত্ত ছিল। তারা নবীর মুজিজা (উটনী)-কে হত্যা করে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। শিক্ষা হলো, ক্ষমতা বা প্রযুক্তি আল্লাহর আজাব ঠেকাতে পারে না।

2. চক্রান্তের ব্যর্থতা: শহরের ৯ জন সন্ত্রাসী নেতা সালেহ (আ.) ও তাঁর পরিবারকে রাতের আঁধারে হত্যার চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে পাথর বর্ষণে তাদের ধ্বংস করে দেন। শিক্ষা হলো, 'মাকারল্লাহ' বা আল্লাহর কৌশলের কাছে মানুষের চক্রান্ত তুচ্ছ।

৩. অশুভ লক্ষণের ভ্রান্তি: তারা নিজেদের দুর্গতির জন্য নবীকে 'অশুভ' (তায়্যারনা) মনে করত। অথচ তাদের পাপই ছিল তাদের অকল্যাণের কারণ।

উপসংহার:

আল্লাহর আয়াতের বিরোধিতা এবং নবীদের সাথে শত্রুতা করা ধ্বংসের নামান্তর।

---

১৬৭. আল্লাহ তায়ালার বাণী "وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها"-এর অর্থ কী? (ما معنى قوله تعالى "وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

রিজিক বা জীবিকা নিয়ে মানুষের দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য আল্লাহ তায়ালা এই অকাট্য ঘোষণাটি দিয়েছেন। (আয়াতটি সূরা হুদ-এর ৬ নম্বর আয়াত, যা এখানে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে)।

অর্থ ও ব্যাখ্যা:

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

অর্থ: "ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত নয়।"

তাৎপর্য:

১. দায়িত্ব গ্রহণ: আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি প্রতিটি প্রাণীর (মানুষ, পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ) আহার জোগাবেন। গর্তের পিঁপড়া থেকে শুরু করে সমুদ্রের তিমি—সবার রিজিক তাঁর ভাণ্ডারে আছে।

২. নিশ্চয়তা: মানুষ বা প্রাণী রিজিক তালাশ করে, কিন্তু রিজিকদাতা একমাত্র আল্লাহ। তাই রিজিকের জন্য হারাম পথ অবলম্বন করা বা দুশ্চিন্তা করা মুমিনের কাজ নয়।

৩. জ্ঞানের পরিধি: আয়াতে আরও বলা হয়েছে, আল্লাহ জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় তাদের গন্তব্য।

উপসংহার:

এই আয়াতটি আল্লাহর 'আর-রাজ্জাক' গুণের চূড়ান্ত প্রকাশ এবং মুমিনের তাওয়াক্কুলের ভিত্তি।

১৬৮. الناقة শব্দের অর্থ কী? (ما معنى كلمة "الناقة"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে হযরত সালেহ (আ.)-এর ঘটনায় 'আন-নাকাহ' শব্দটি গুরুত্বের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি আল্লাহর একটি বিশেষ নিদর্শন ছিল।

অর্থ:

'আন-নাকাহ' (النَّاقَةُ) শব্দের অর্থ—উষ্ট্রী বা মাদী উট।

কুরআনিক প্রেক্ষাপট:

সামুদ জাতি হযরত সালেহ (আ.)-এর কাছে অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে পাহাড়ের ভেতর থেকে একটি গর্ভবতী উটনী বের করে আনার দাবি করেছিল। আল্লাহর হুকুমে পাথর চিরে সেই উটনী বের হয়ে আসে। কুরআনে একে 'নাকাতুল্লাহ' (আল্লাহর উটনী) বলা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন:

هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً

অর্থ: "এটি আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ।" (সূরা আরাফ: ৭৩)

তাৎপর্য:

এই উটনীটি ছিল সাধারণ উটনী থেকে ভিন্ন। এটি একদিন একাই পুকুরের সব পানি পান করত এবং বিনিময়ে পুরো জাতিকে দুধ দিত। একে হত্যা করাই ছিল সামুদ জাতির ধ্বংসের তাৎক্ষণিক কারণ।

---

১৬৯. আল্লাহ তায়ালার বাণী "يوم ينفخ فى الصور"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (ما المقصود ب " يوم ينفخ فى الصور " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আন নামলের ৮৭ নম্বর আয়াতে কেয়ামত দিবসের ভয়াবহতার সূচনা লগ্নের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 'নাফখু ফিস সুর' বা শিঙায় ফুঁ দেওয়া হলো মহাপ্রলয়ের সংকেত।

আয়াতের অর্থ:

"এবং যেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে।"

উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা:

১. শিঙা (আস-সুর): হাদিস শরিফে এসেছে, সুর হলো একটি নূরের তৈরি শিঙা বা বাঁশি, যা ইসরাফিল (আ.) মুখে নিয়ে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় আছেন।

২. প্রথম ফুঁ (নাফখাতুল ফাজা): প্রথমবার ফুঁ দেওয়ার সাথে সাথে আসমান ও জমিনের সবকিছু ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে (ইল্লা মাশাআল্লাহ)। এটি কেয়ামত শুরুর মুহূর্ত।

৩. দ্বিতীয় ফুঁ (নাফখাতুল বা'ছ): অন্য আয়াতে আছে, দ্বিতীয়বার ফুঁ দিলে সবাই জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে। সূরা নামলের এই আয়াতে মূলত সেই ভীতিকর পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে, যখন সবাই বিনয়াবনত হয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে।

উপসংহার:

এই আয়াতটি মুমিনদের সেই মহাদিবসের প্রস্তুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

---

১৭০. আল্লাহ তায়ালার বাণী "ان الله مع الصابرين"-এর অর্থ কী? (ما معنى قوله تعالى "ان الله مع الصابرين"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

বিপদ-আপদে মুমিনের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা ও শক্তি হলো এই আয়াতটি। এটি পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারা ও আনফাল-এ উল্লেখ রয়েছে (সূরা নামলের বিষয়বস্তুর সাথেও প্রাসঙ্গিক, কারণ নবীদের ধৈর্যের আলোচনা সেখানে আছে)।

অর্থ ও ব্যাখ্যা:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"

তাৎপর্য:

১. বিশেষ সঙ্গ (মাইয়্যাত): আল্লাহ সবার সাথেই আছেন (জ্ঞানের দিক দিয়ে), কিন্তু ধৈর্যশীলদের সাথে তিনি আছেন তাঁর সাহায্য, সমর্থন ও রহমত নিয়ে।

২. সবর: বিপদে হতাশ না হয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে অটল থাকাকে সবর বলে। যারা দ্বীনের পথে কষ্টের সময় সবর করে, আল্লাহ তাদের বিজয়ী করেন।

৩. প্রেক্ষাপট: এই আয়াতটি জিহাদ ও সংকটের মুহূর্তে মুমিনদের সাহস যোগায়।

উপসংহার:

আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে সবর বা ধৈর্য অপরিহার্য। সবরকারীদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

---

১৭১. আল্লাহ তায়ালার বাণী "فاخذت سليمان ملكهم"-এর অর্থ কী? (ما معنى قوله تعالى "فاخذت سليمان ملكهم"؟)

উত্তর:

(নোট: প্রশ্নপত্রের আরবি ইবারতটিতে সম্ভবত মুদ্রণজনিত ত্রুটি আছে। সঠিক বাক্যটি হতে পারে 'ফা অরিছা সুলাইমানু দাউদা' বা রানির উক্তি 'আসলামতু মায়া সুলাইমান'। তবে প্রশ্নে থাকা শব্দের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা দেওয়া হলো)

সম্ভাব্য অর্থ ও ব্যাখ্যা:

যদি প্রশ্নটি রানি বিলকিসের রাজ্য হস্তান্তরের দিকে ইঙ্গিত করে, তবে এর অর্থ হতে পারে—সোলায়মান (আ.) তাদের (সাবা বাসীর) রাজত্ব বা কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন।

সূরা আন নামলে উল্লেখ আছে যে, রানি বিলকিস সোলায়মান (আ.)-এর শানশওকত ও নবুওয়াতের প্রমাণ দেখে নিজের সিংহাসন ও ক্ষমতা আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেন। তিনি বলেন:

وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থ: "আমি সোলায়মানের সাথে বিশ্বজগতের রবের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।"

তাৎপর্য:

এর দ্বারা সোলায়মান (আ.)-এর আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক বিজয় এবং বিলকিসের হেদায়েত প্রাপ্তিকে বোঝানো হয়েছে। বিলকিসের বিশাল রাজত্ব শেষ পর্যন্ত তাওহীদের পতাকাতলে এসে সোলায়মানি শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

---

১৭২. আল্লাহ তায়ালার বাণী "ان الله لا يظلم احدا"-এর তাফসীর কর। (فسر قوله تعالى "ان الله لا يظلم احدا")

উত্তর:

ভূমিকা:

আল্লাহর ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত ঘোষণা হলো এই আয়াত। (এটি সূরা নিসা: ৪০ বা কাহফ: ৪৯-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ)। সূরা নামলে আখেরাতের শাস্তির বর্ণনায় এই ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গ এসেছে।

অর্থ ও তাফসীর:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কারো প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করেন না।"

ব্যাখ্যা:

১. ন্যায়বিচার: আল্লাহ তায়ালা নেককারকে তার পাওনার চেয়ে কম সওয়াব দেন না এবং পাপীকে তার পাপের চেয়ে বেশি শাস্তি দেন না। বিনা অপরাধে কাউকে শাস্তি দেওয়া আল্লাহর শানের খেলাফ।

২. প্রতিদান: কেয়ামতের দিন আল্লাহ প্রত্যেকের আমলনামা সামনে রেখে বিচার করবেন। সূরা নামলে বলা হয়েছে: مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا (যে নেক কাজ নিয়ে আসবে, সে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান পাবে)। আর পাপীদের কেবল তাদের কৃতকর্মেরই শাস্তি দেওয়া হবে।

৩. স্বচ্ছতা: আল্লাহর বিচারে কোনো স্বজনপ্রীতি বা ভুল নেই।

উপসংহার:

আল্লাহ হলেন 'আহকামুল হাকিমিন'। তাঁর আদালতে সবাই সুবিচার পাবে।

১৭৩. আল্লাহ তায়ালার বাণী "وتفكروا فى خلق الله"-এর অর্থ কী? (ما معنى قوله تعالى "وتفكروا فى خلق الله"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

কুরআনে বারবার মানুষকে সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা (ফিকির) করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এই প্রশ্নটি সেই নির্দেশনার দিকে ইঙ্গিত করে।

অর্থ ও ব্যাখ্যা:

“এবং তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করো।” (ভাবার্থ)

তাৎপর্য:

১. ঈমান বৃদ্ধি: আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়, পিঁপড়া বা নিজের শরীর নিয়ে চিন্তা করলে মানুষ আল্লাহর অসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে। এতে ঈমান মজবুত হয়।

২. জ্ঞান অর্জন: সূরা নামলে সোলায়মান (আ.), হুদহুদ, পিঁপড়া ও প্রকৃতির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে গবেষণা করা মুমিনের দায়িত্ব। রাসূল (সা.) বলেছেন, “আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করো, কিন্তু আল্লাহর সত্তা নিয়ে চিন্তা করো না (কারণ তা মানুষের ধারণার বাইরে)।”

উপসংহার:

সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করা একটি ইবাদত, যা মানুষকে স্রষ্টার পরিচয় এনে দেয়।

---

১৭৪. আল্লাহ তায়ালার বাণী "انه على كل شىء قدير"-এর অর্থ কী? (ما معنى قوله تعالى "انه على كل شىء قدير"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

এটি কুরআনের একটি বহুল পঠিত আয়াত, যা আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার ঘোষণা দেয়। সূরা নামলের শেষেও আল্লাহর কুদরতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অর্থ:

"নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।"

ব্যাখ্যা:

১. অসীম ক্ষমতা: আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। মৃতকে জীবিত করা, সামান্য হুদহুদ পাখিকে দিয়ে পানির খোঁজ করানো বা বিশাল সিংহাসন চোখের পলকে নিয়ে আসা—সবই তাঁর কুদরতের অধীন।

২. অক্ষমতার অভাব: আসমান ও জমিনে এমন কিছুই নেই যা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে। তাঁর ক্ষমতার কোনো সীমা বা শেষ নেই।

৩. ভরসা: মুমিনের জন্য এটি বড় ভরসার জায়গা যে, তার রব সর্বশক্তিমান। তিনি চাইলে যেকোনো বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন।

উপসংহার:

আল্লাহর কুদরতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো ঈমানের মূল ভিত্তি।